দৈনিক খবর ৮

তারিখ ... 06 MAR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১

25

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপক অনিয়ম

॥ রণজিৎ দাস ॥

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বহু অনিয়মের স্বর্গক্ষেত্র হিসেবে ইতিমধ্যে দেশের অভ্যন্তরে পরিচিতি লাভ করেছে। ব্যক্তি বিশেষের একক ক্ষমতা বলে পরিচালিত হবার কারণে অনিয়ম এখানে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। এখানে ভর্তি হলে ছাত্ররা সীমাহীন সেশনজটে ভুগবে, পরীক্ষা হবে না, পরীক্ষা হলে ফল প্রকাশ হবে না, ফল প্রকাশ হলে ক্লাস হবে না। ক্লাস হলে শিক্ষা উপকরণ পাওয়া যাবে না, হলে সীট পাবার কোন নিয়ম নেই– চর দখল করার মত সীট দখল করার শক্তি থাকলে সীট পাওয়া যাবে। সুযোগের দাবী তুললে মিথ্যা আশ্বাস পাওয়া যাবে– সাথে সাথে পূর্ববর্তী সুযোগ সুবিধা সংকোচিত হবে। কারো সাথে কথা বলতে গেলেই কালো বই (বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স)–এর উদাহরণ দেয়া হবে। দেশবাসী জানে এখানে গণতান্ত্রিক কোন রীতিনীতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালিত হয় না। কালো বই–এ কারো কারো ক্ষমতা এত বেশী দেয়া হয়েছে, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাচারের জন্ম নিচ্ছে, তৈরী হচ্ছে অনিয়মের পাহাড়। অনিয়মের এতবেশী দাপট যে নিয়মনীতিই সবাই ভুলে যেতে বসেছে। ২/১ জনের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছাই এখন নিয়ম। অনেক কর্তাব্যক্তিদেরকে জনসভায় উচ্চারণ করতে শুনেছি 'কালো বইয়ের বিভাগীয় প্রধানসহ আরো ২/১ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত সিলেকশন কমিটি মৌখিক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যে কোন জনকে মনোনীত করতে পারেন। পরে সিন্ডিকেটের সুপারিশ নেয়া হয় এবং সবশেষে চ্যান্সেলরের অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে। দেখা গেছে, সিলেকশন কমিটির মতামতই চূড়ান্ত। সিলেকশন কমিটিতে বিভাগীয় প্রধান এবং উপাচার্যের ব্যক্তিগত মতামত ও পছন্দ অপছন্দ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এই নিয়মটি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এ যাবতকাল যত অনিয়ম হয়েছে তার জন্ম দিয়েছে। লক্ষ্য করার মত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে প্রাচীনকালে তৈরী আইনটিতে এমন ফাঁক রাখা হয়েছে যাকে ব্যবহার করে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের পাহাড় গড়ে উঠেছে। অলিখিত শর্ত পূরণে নিয়মটি বেশ উপযোগী। বিগত বছরগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, বড় কথা নয়, বড় বিবেচ্য বিষয় হলো অলিখিত শর্ত পূরণে কে কার আগে রয়েছে।

দেখা গেছে, শিক্ষক নিয়োগের বিভিন্ন ধরনের 'প্রেসার' আসছে। আর একটি অলিখিত শর্ত হলো, মেয়েদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না করা। কৃষি অনুষদে পর পর দু'বছর প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে মেয়েরা অভিযোগ করছে তাদেরকে শিক্ষক হিসেবে নেয়া হচ্ছে না। সব অনুষদের ক্ষেত্রে একই ধরনের অভিযোগ রয়েছে। সে কারণে দেখা যায়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ 'শ' শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৮ জন শিক্ষিকা যারা অধিকাংশই শিক্ষকের আত্মীয়-স্বজন।

সম্প্রতি শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে, যা এতোকাল ছিলো না। বিভাগগুলোতে এখন বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে বরং এডহক ভিত্তিতে প্রথমে নিয়োগ করা হচ্ছে। এডহক ভিত্তিতে নিয়োগের ফলে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষক নিয়োগের পথ বন্ধ হচ্ছে বলে শিক্ষকদের একটি অংশে বিক্ষুব্ধ। গত বছর থেকে স্বাভাবিক নিয়মে শিক্ষক ন[illegible]োগ করে কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বি[illegible] এবং সাধারণ পশু বিজ্ঞান বিভাগে এডহক ভিত্তিতে এমন দু'জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যাদের যোগ্যতা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। এদের একজন তো কৃষি বিষয়ের ছাত্রই নয়। অবশ্য তার বড় যোগ্যতা হলো তিনি একজন প্রভাবশালী শিক্ষকের ছেলে। অপর জনতো ২০০ নম্বরে প্রথম স্থান অধিকারী থেকে পিছিয়ে থেকে বিশেষ শর্তে নিয়োগ পেলেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় একটি সূত্র মতে জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন ছিল তাই এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ। উল্লেখ করার মত কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগে শিক্ষকের সংখ্যা অনুষদের শিক্ষকদের এক-তৃতীয়াংশে। আর সাধারণ পশু বিজ্ঞান বিভাগে একজন প্রভাষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় ১লা সেপ্টেম্বর '৮৯তে। দু'টি বর্ষের দু'জন প্রথম স্থান অধিকারী প্রার্থী ছিল। নিয়ম মাফিক তাদের মৌখিক পরীক্ষা হয়। কিন্তু রহস্যজনকভাবে দেখা গেল ফল প্রকাশের আগেই অন্য একজন নিম্নমানের সদ্য পাস করা ছাত্রকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। এ নিয়োগকে কেন্দ্র করে অনুষদীয় শিক্ষকেরা কার্যতঃ দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি অংশের মতে এই নিয়োগ অবৈধ তাদের মতে যে ক্ষমতা বলে এডহক নিয়োগ দেয়া হয়েছে তা কেবল অস্থায়ী পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু নিয়োগ প্রাপ্ত পদটি স্থায়ী। উপাচার্য যে ক্ষমতা বলে এ নিয়োগ দিয়েছেন তা হলো, 'The Vice Chancellor shall have the power to create and fill temporary posts for a period not exceeding six months.' [ধারা ১৩ (৫), বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স] ধারায় বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী দেখা যায়, এ জাতীয় নিয়োগ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ যা আইনসিদ্ধ নয়।

অনিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষক নিয়োগ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। একদিকে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক হবার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

[illegible] ভুল ফলাফল সংশোধনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বেশ কয়েকবার আমি আবেদন করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস আমার ব্যাপারে রহস্যজনক নীরবতা পালন করেন। এবং দীর্ঘ নীরবতা আমাকে অন্যায়-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে নিঃসন্দেহে উক্ত কর্যালয়ের কৃত ভুলকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সংশ্লিষ্ট নথি ও কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেই প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হবে। উল্লেখ্য, আমার অনুকূলে প্রদত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টার বিজ্ঞ মতামতকেও উপেক্ষা করা হয়েছে।

ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও সুবিচারের স্বার্থে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস কর্তৃক প্রকাশিত ভুল ফলাফল সংশোধনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে গৃহীত পরীক্ষাসমূহের প্রকৃত ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমে আমার মতো একজন নিরীহ ছাত্রের শিক্ষা জীবনকে এহেন জটিলতা থেকে রক্ষা করার জন্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের প্রতিটি সদস্যের কাছে আকুল আবেদনজানাচ্ছি।

মোঃ মাহফুজুর রহমান
প্রথম বর্ষ, কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।